জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতীয় ক্রীড়া ভাতা নীতিমালা, ২০২৫

‘‘জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) ধারা ৭ এর (ক) উপধারায় দফা- (অ) অনুসারে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁহাদের পরিবারের জন্য ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ক্রীড়া ভাতা প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই নীতিমালা জাতীয় ক্রীড়া ভাতা নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

(ক) ‘আইন’ অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন);

(খ) ‘ফাউন্ডেশন’ অর্থ ধারা-৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;

(গ) ‘ক্রীড়াসেবী’অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক বা কোচ, রেফারি, জাজ বা আম্পায়ার, গ্রাউন্ডসম্যান, কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন;

(ঘ) ‘পরিবার’ অর্থ-

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী এবং মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা- মাতা;

(ঙ) ‘বোর্ড’ অর্থ ‘জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন,২০১১’ (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ৬ ধারায় বর্ণিত ‘পরিচালনা বোর্ড’।

৩। আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

(ক) নাগরিকত্বঃ আবেদনকারীকে বাংলাদেশে বসবাসকারী স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেঃ যে সকল বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁরা জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য যোগ্য হবেন;

(১) যে কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ অথবা,

(২) যে কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অথবা জাতীয় লীগে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অংশগ্রহণ অথবা,

(৩) বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর/বার অংশগ্রহণ।

(গ) সংগঠকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল সংগঠক জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থা বা ক্রীড়া ক্লাব বা অন্য কোন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সাথে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন;

(ঘ) মাঠকর্মীদের ক্ষেত্রেঃ যে সমস্ত মাঠকর্মী জাতীয়, বিভাগ বা জেলা স্টেডিয়ামে কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন;

(ঙ) ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন;

(চ) ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা;

(ছ) (ক) - (চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণক/প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে (আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা/ক্রীড়া ফেডারেশন/জেলা ক্রীড়া সংস্থা/স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা পরিষদের সনদ/প্রত্যয়ন পত্র)।

৪। আবেদন প্রক্রিয়াঃ

(ক) ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের ক্রীড়া ভাতা প্রদানের জন্য অর্থবছর অনুসারে বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(খ) আগ্রহী ক্রীড়াসেবী বা পরিবারের সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সেবাবক্সে প্রবেশ করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-১) অনলাইনে আবেদন করবেন;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

(ক) অসচ্ছল, আহত বা আর্থিক অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারকে অনুদান প্রদান কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/পরিবর্তন ও পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশন একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে;

(খ) ক্রীড়া ফেডারেশন সমন্বয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যগণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন এবং

(গ) জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন।

৬। কমিটিসমূহঃ

(ক) জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান জেলা বাছাই কমিটি

১। জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২। পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩। সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৪। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৫। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য
৬। সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৭। সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৮-৯। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
১০। জেলা ক্রীড়া অফিসার	-	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) অনলাইনে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট জেলার ক্রীড়াসেবীদের আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি যেমনঃ- পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র, ইত্যাদি যথাযথ ভাবে যাচাই-বাছাই করা;

(২) ক্রীড়াসেবীদের যথাযথ তথ্যাদি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে সভার কার্যবিবরনী, নির্বাচিত ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকা এবং অনলাইন আবেদনসমূহ অনুমোদন করে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা;

(৩) জেলা বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কোঅপ্ট করতে পারবেন।

(খ) চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই কমিটি:

১। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সভাপতি
২। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রীড়া-১, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, ক্রীড়া পরিদপ্তর (উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
৪। প্রতিনিধি, বিকেএসপি (উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
৫। প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
৭-৮। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
৯। সম্পাদক, ক্রীড়াজগত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য
১০। নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সদস্য সচিব

<u>কার্যাবলি</u>

(১) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণী ও ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকার সাথে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

(২) তহবিলের পর্যাপ্ততা ও জেলায় ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত সংখ্যক আবেদনকারীকে নির্বাচন করে বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা।

৭। জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান পদ্ধতিঃ

(ক) ক্রীড়া ভাতার অর্থ আবেদনকারী ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে **BEFTN** এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে;

(খ) মৃত ক্রীড়াসেবীদের ক্ষেত্রে ওয়ারিশের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

৮। ক্রীড়া ভাতার পরিমাণঃ

অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারকে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে বার্ষিক ৩৬,০০০/- (ছত্রিশ হাজার) টাকা ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হবে।

৯। আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্য বা প্রমাণাদি পরবর্তীতে সঠিক নয় বা ভুয়া বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষণিক ভাবে ক্রীড়া ভাতা প্রদান বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১০। জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোন অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-০২) জেলা কমিটিকে অবহিত করতে হবে। জেলা কমিটি তা ফাউন্ডেশনকে অবহিত করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ দাখিল না করলে, তা গ্রহনযোগ্য হবে না।

১১। উদ্ভুত যে কোন সমস্যা নিরসনে ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভার মাধ্যমে, তা নিষ্পত্তি করা হবে।

১২। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই নীতিমালা সংশোধন/ পরিবর্তন/ সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে।

১৩। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

মো: মাহবুব-উল-আলম
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়